দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 15/2/79 ...
পৃষ্ঠা ... 4 কলাম ... 5 ...

০৪৩

পাবনায় শিক্ষকদের অভিযোগ

স্কুল উন্নয়নের বরাদ্দ টাকার নজরানা দিতে হয়

(নিজস্ব প্রতিনিধি (প্রেরিত)

পাবনা, ১৩ই ফেব্রুয়ারী।— পাবনা সদর থানার অধীনে ১২৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এসব বিদ্যালয় পরিচালনায় স্থানীয় শিক্ষা অফিসের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে নজরানা আদায় স্কুল উন্নয়নের টাকার শতকরা ১০ ভাগ কেটে নেওয়া অনবরত বদলীর হুমকী ও অহেতুক বদলী প্রভৃতি দুর্নীতির একাধিক অভিযোগ রয়েছে।

সদর থানার অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর অবস্থাই খারাপ। কোনটার বেড়া নেই, কোনটার ঘর নেই, আবার কোনটার চেয়ার বেঞ্চও নেই। সরকার উন্নয়নমূলক কাজের জন্যে যে টাকা মঞ্জুর করেছেন তার শতকরা ১০ ভাগ নজরানা না দিলে উন্নয়ন কাজ হয় না বলে বিদ্যালয়সমূহের প্রধান শিক্ষকরা অভিযোগ করেন। যারা ঐ ১০ ভাগ উৎকোচ দেন না তারা বিল পান না। পাবনা সদর থানার চর আশুতোষপুর ও মহেন্দ্রপুর বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কাজের বিল দীর্ঘ দিন ধরে এ কারণেই পড়ে আছে।

১৯৭৬ সালে প্রাথমিক শিক্ষকদের চাকরি সরকারী হিসেবে গণ্য হলেও পাবনার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কোন নিয়োগপত্র এখন পর্যন্ত দেয়া হয়নি।

থানা শিক্ষা কর্মকর্তা শিক্ষকদের সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিলেও প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষকরা জানান, নজরানার লোভে কর্মকর্তাদের বড় ও ভাল স্কুলগুলোর দিকেই নজর বেশী। অন্যদিকে, ছোট ও খারাপ স্কুলগুলো দিনের পর দিন অধঃপতনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। অপেক্ষাকৃত বড় ও ভাল স্কুলগুলোতে শিক্ষকের প্রয়োজন যত সহজে দেখান যায় ছোট স্কুলে তা দেখান যায় না। আর এই সুযোগে শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা দেখিয়ে বিদ্যালয়ে ভ্যাকান্সী সৃষ্টি করে ছোট স্কুলগুলোর শিক্ষকদের সম্মুখে টোপ দেওয়া হয় বড় স্কুলে বদলী করে নিয়ে আসার জন্যে। আবার শিক্ষকদের বাড়ীর সংলগ্ন স্কুলে নিয়ে আসার জন্যে টোপ দেওয়া হয়। উত্তর শালগাড়িয়া, রাঘবপুর (উত্তর ও দক্ষিণ) হাউস পাড়া প্রভৃতি এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ২৫/৩০ জন ছাত্রছাত্রীর জন্যে ৭/৮ জন শিক্ষককে নিয়োগ করা রয়েছে। অন্যদিকে, নারায়ণপুর কুফপুর, হেমায়েতপুর, সাধুপাড়ায় শিক্ষকের অভাব রয়েছে।

পাবনা সদর থানার নিয়ামতপুরের জনৈক শিক্ষককে অন্য থানায় বদলী করা সত্ত্বেও গত আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসের বেতন দেওয়া হয়েছে সদর থানা ও বদলীকৃত থানা থেকে। অর্থাৎ তিনি ঐ ২ মাসের বেতন দু জায়গা থেকে পেয়েছেন। প্রশাসনিক অরাজকতার জন্যেই এসব ঘটছে।

শালগাড়িয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে কোন কাজ করতে হবে না বলে থানা শিক্ষা কর্মকর্তা শিক্ষক হাজিরা খাতায় সম্প্রতি এক মন্তব্য লেখেন।